দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 2-7 JUL 2005
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

ডিগ্রী পরীক্ষার ফল প্রকাশ

পাসের হার ৪২.৮৬, ফার্স্ট ক্লাস ৫৩৫ জন

ইনকিলাব রিপোর্ট : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০০৪ সালের ডিগ্রী পাস, সাবসিডিয়ারী ও সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফল গতকাল (বুধবার) আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা করা হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ এযাবতকালের সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত পাবলিক পরীক্ষার মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম সময়ে এবারের ফলাফল প্রকাশিত হল। এ বিশ্ববিদ্যালয়েই আগে যেখানে ফলাফল প্রকাশে ছয় থেকে আট মাস সময় লাগত সেখানে এবারে লিখিত পরীক্ষা শেষ হওয়ার একমাস চার দিন ২-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

ডিগ্রী পরীক্ষার ফল প্রকাশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এবং ব্যবহারিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার মাত্র শ দিনের ব্যবধানে সারাদেশ থেকে অংশগ্রহণকারী এক হাজার ২২৮টি কলেজের পরীক্ষার্থীদের ফলাফল দুপুর ১টায় অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. আফতাব আহমাদ। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ ইব্রাহিম ভাইস-চ্যান্সেলরের কাছে ফলাফলের কপি হস্তান্তর করেন। প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী দেশের ৪৫৮টি কেন্দ্র থেকে দুই বছর ও তিন বছর মেয়াদী ডিগ্রী পাস পরীক্ষায় ৬০ হাজার ৫২ জন, নতুন ৩ বছর মেয়াদী কোর্সের প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় ৫০ হাজার ২৪৭ জন এবং সাবসিডিয়ারী পরীক্ষায় ২৫ হাজার ৫৭৪ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে দুই বছর মেয়াদী ডিগ্রী কোর্সে বিএ, বিকম ও বিএসসি পরীক্ষায় ৭ হাজার ৬১ জন এবং তিন বছর মেয়াদী কোর্সের ডিগ্রী পরীক্ষায় ৩৬ হাজার ৩০৬ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। দুই বছর মেয়াদী ডিগ্রী কোর্সে সর্বশেষ সুযোগ হিসেবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের পাসের হার ৩৭ দশমিক ৪৬ এবং তিন বছর মেয়াদী কোর্সের প্রথম প্রকাশিত ফলাফলে পাসের হার ৪৮ দশমিক ২৭। অর্থাৎ এবারের ডিগ্রী পরীক্ষায় গড় পাসের হার ৪২ দশমিক ৮৬। আর নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী তিন বছর মেয়াদী কোর্সের ডিগ্রী প্রথম বর্ষের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৪৮ হাজার ৮০৯ জনের মধ্যে পাস করেছে ৪৪ হাজার ৩৪৫ জন। এখানে পাসের হার ৯০ দশমিক ৮৫ শতাংশ। সাবসিডিয়ারীতে অংশগ্রহণকারী ২০ হাজার ৬৭১ জনের মধ্যে পাস করেছে ১১ হাজার ৫৪৪ জন। পাসের হার ৫৫ দশমিক ৮৫। সার্টিফিকেট কোর্সে অংশগ্রহণকারী ৯২০ জনের মধ্যে পাস করেছে ৪১৪ জন। পাসের হার ৪৫। দুই ও তিন বছর মেয়াদী ডিগ্রী পাস কোর্স পরীক্ষার ফলাফলে গৌরবময় প্রথম বিভাগ অর্জন করেছে সর্বমোট ৫৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী।

দুই বছরের কোর্সে ৬৮ জন এবং তিন বছরের কোর্সে ৪৬৭ জন প্রথম বিভাগ পেয়েছে। এদের মধ্যে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান লাভ করেছে খুলনা ব্রজলাল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বিএ'র পরীক্ষার্থী মোঃ মশিউল আযম। তিন বছর মেয়াদী ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফলে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৯৭০ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছে চাঁদপুর সরকারী কলেজের বিএসসির ছাত্র মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন।

পাসের হারের বিবেচনায় ডিগ্রী পরীক্ষায় ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা এগিয়ে রয়েছে। ছেলেদের পাসের হার ৪২ দশমিক ১৯ এবং মেয়েদের পাসের হার ৪৮ দশমিক ৮৯। এবারের পরীক্ষায় ইংরেজী বিষয়ে সর্বোচ্চ সাত নম্বর গ্রেস মার্ক দেয়া হয়েছে। এ ফলাফল গতকাল দুপুর ১টায় সকল জেলা প্রশাসকের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসকগণ প্রতিটি কেন্দ্র সচিবের কাছে ফলাফলের কপি হস্তান্তর করেছেন বিকেল ৪টায়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা পত্রিকা অফিস থেকে কোন ফলাফল দেয়া হয়নি।

হিসাব অনুযায়ী ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী এক হাজার ২২৮টি কলেজের মধ্যে একশ' ভাগ পরীক্ষার্থী পাশ করেছে ২২টি সরকারী-বেসরকারী কলেজ থেকে। অবশ্য ৮৭টি কলেজ থেকে কেউ পাস করেনি। বিভিন্ন কারণে ফলাফল স্থগিত করা হয়েছে ৯৮৪ জন পরীক্ষার্থীর। এদের মধ্যে একজন অসাধু কর্মকর্তা ৮৪ জন পরীক্ষার্থীর উত্তর পত্র নিয়ে জালিয়াতির চেষ্টা করায় ওই উত্তরপত্রগুলো পুনঃ নিরীক্ষণের কাজ চলছে। ওএমআর ফরম পূরণে ত্রুটির কারণে ২শ'টি এবং ব্যবহারিক পরীক্ষার উত্তরপত্র পৌঁছাতে বিলম্বের কারণে ৭শ' পরীক্ষার্থীর ফলাফল আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে এসব পরীক্ষার্থীর ফলাফল প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. আফতাব আহমাদ। তিনি জানান, যে ফলাফল প্রকাশ করা হল তা একাডেমিক কমিটিতে অনুমোদন না করা পর্যন্ত এ ফলাফল প্রবেশনারী হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রকাশিত ফলাফলে যদি কোন ভুলত্রুটি খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আগামী এক মাসের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে অবহিত করতে হবে।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে প্রফেসর আফতাব বলেন, আগে সাকাইমেক্স নামের একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কোটি টাকা ব্যয়ে ফলাফল তৈরী করানো হতো। কিন্তু গত দুই বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়কে স্থবিরতা ও অব্যবস্থা অবস্থার পরিবর্তন এনে এ দপ্তরকে শক্তিশালী করে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ফলাফল তৈরী করা হচ্ছে। এবারের ফলাফল তৈরীতে সর্বসাকুল্যে ব্যয় হয়েছে অনধিক ৫০ হাজার টাকা।

তিনি বলেন, তিন বছর মেয়াদী কোর্সের মেয়াদ অব্যাহত থাকলেও আগামীতে আর কখনও ১৪শ' নম্বরের পরীক্ষা একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে না। নতুন তিন বছর মেয়াদী ডিগ্রী কোর্সের প্রথম বর্ষের জন্য ইতিমধ্যেই ৪শ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এর ফলাফলও গতকাল (বুধবার) প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তী দু'বছরে ৫শ' নম্বর করে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং যথারীতি প্রতিবছরের ফলাফল প্রতিবছর প্রকাশ করা হবে।

উল্লেখ্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এ ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে ভাইস-চ্যান্সেলর ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকসহ অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এম আমিনুল ইসলাম, ট্রেজারার প্রফেসর সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ, ডীন প্রফেসর শের মোহাম্মদ, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) শমশের-উজ-জামান।